সংবাদ

তারিখ 1 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৫

সেমিনারে বক্তারা

২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার হার ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি : বাস্তবায়ন কৌশল' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি যথাযথভাবে কার্যকর করার আহ্বান জানান। বক্তারা বলেন, জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা-২ এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র অনুযায়ী আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতার হার শতকরা ৫০ ভাগ কমানো সম্ভব।

গত রোববার সকালে এলজিইডি ভবন মিলনায়তনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভুঁইঞা। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী আখতার হোসেনের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র পরিচালক (পরিকল্পনা ও মনিটরিং) ম. আবদুস সামাদ। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মহাপরিচালক মো. রফিকুজ্জামান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনিসেফের এডুকেশন সেকশনের চিফ নবেন্দ্র দাবাল, গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, ঢাকা আহছানিয়া মিশনের প্রধান নির্বাহী কাজী রফিকুল আলম প্রমুখ।

মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভুঁইঞা বলেন, সরকার সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লিখিতভাবে পলিসি প্রকাশ করেছে। এ পলিসির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু, যুবক ও বয়স্কদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতির আওতায় সাক্ষরতার হার বাড়াতে পারলে গণসাক্ষরতা সার্থক হবে। এনজিওরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় বিরাট ভূমিকা রাখতে পারেন। এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি ভূমিকা রাখছে। তিনি গণমাধ্যমকে এ নিয়ে বিশেষ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কাজী রফিকুল আলম প্রমুখ বলেন, নীতিনির্ধারকরা যদি যথাযথভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর জোর দিতেন তাহলে গণশিক্ষা কার্যক্রম আরও সফল্য লাভ করতে পারত। তিনি বলেন, গণশিক্ষাকে বাদ দিয়ে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার কাজ চালানো হয়েছে। ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৬ কোটি মানুষ সাক্ষর জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যাডারভুক্ত কোন অফিসারও নেই। তিনি এ জন্য একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের দাবি জানান।

মো. রফিকুজ্জামান বলেন, শিক্ষানীতিমালা প্রণয়ন করায় আমাদের আনন্দের কিছু নেই। যদি নীতিমালা বাস্তবায়ন না হয় তাহলে নীতিমালা নীতিমালাই থেকে যাবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার সফল করতে পারলে দেশে বেকারত্ব দূর হবে। শিক্ষানীতিকে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সবার সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। স্বাগত বক্তব্যে ম আবদুস সামাদ বলেন, সারাদেশে উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম চলছে। তার মধ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বেশি কাজ করছে। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।